গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ফেব্রুয়ারী ১৯৯২

সূচীপত্র

১. পটভূমিঃ..১
২. পর্যটন বহুমাত্রিক শিল্পঃ ১
৩. বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পঃ.. ২
৪. পর্যটন নীতির উদ্দেশ্যঃ.. ৩
৫. পর্যটন নীতির প্রধান প্রধান দিকঃ ৪
৬. প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণঃ.................................. ৬
৭. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণঃ.. ৬
৮. কক্সবাজারের সাগর সৈকতঃ.. ৬
৯. কুয়াকাটা ও দক্ষিণ বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতঃ... ৬
১০. বিদেশী পর্যটকদের জন্য বিশেষ অঞ্চল/স্থান/নিদর্শন ও দ্বীপ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নঃ ৬
১১. নদীপথে পর্যটকদের ভ্রমণের ব্যবস্থা (রীভারাইন ট্যুরিজম)ঃ ৭
১২. খেলা-ধুলাঃ ৭
১৩. বাংলাদেশে আগমন এবং বহির্গমনের জন্য বিদেশী পর্যটকদের জন্য প্রযোজ্য সীমান্ত আইন সহজীকরণঃ ৭
১৪. বিপণন ও প্রচারঃ ৭
১৫. পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের মূল্যায়নঃ...৮
১৬. বেসামরিক বিমান চলাচল নীতিঃ...৮
১৭. আইনগত কাঠামো /পর্যটন সংক্রান্ত আইন-কানুনের যথাযথ প্রয়োগঃ.................................... ৯
১৮. পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নঃ ৯
১৯. জাতীয় পর্যটন কাউন্সিল গঠনঃ.. ৯
২০. পর্যটন উপদেষ্টা কমিটিঃ ১১
২১. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের কার্য পরিধি পুনর্বিন্যাসঃ ১১
২২. পেশাগত জনবল গঠনঃ ১১
২৩. পর্যটন নীতির কৌশলঃ..১১

১. পটভূমিঃ

২.১ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পর্যটন শিল্প অভ্যন্তরীণ অথবা আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে নাই। এই সময়ে সীমিত সংখ্যক ধনী, সৌখিন, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, দেশ বিদেশ ভ্রমণে আগ্রহী কিছু সংখ্যক লোক ও পরিব্রাজকদের চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে পর্যটন ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বিগত চার দশকে এই অবস্থার আমুল পরিবর্তন হইয়াছে এবং পর্যটন একটি শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও বিশ্বে অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। পর্যটন শিল্প এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ব্যবসা বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত।

২.১ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপর্ব উন্নয়নের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক দরত্ব অতিক্রম সম্ভবপর বলিয়া এই শিল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর সংযোগ সাধন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার বিনিময় এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ বিকাশের সহায়ক হিসাবে পর্যটন শিল্প একটি গুরুত্বপর্ণ সামাজিক মাধ্যমে পরিণত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই উপলব্ধি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং জাতিসংঘের উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের জন্য যথোপযুক্ত প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন প্রদান করিবার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে বিশ্ব পর্যটন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশ এই সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ। ইহা ছাড়া, ইউ এন ডি পি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আই এম এফ, ইউনেসকো, ই ই সি, এসকাপ, এডিবি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং বহুজাতিক সংস্থা নানা প্রকার আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান হারে সহায়তা প্রদান করিতেছে।

২. পর্যটন বহুমাত্রিক শিল্পঃ

পর্যটন শিল্প বহুমাত্রিক (গঁষঃর-উরসবহংরড়হধষ)। এই শিল্পের বিকাশের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা (পরিকল্পনা কমিশন), পুঁজি বিনিয়োগ (অর্থ বিভাগ ও ব্যাংক), আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য সংগ্রহ (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ), ভৌত কাঠামোগত সুবিধাদি স্থাপন (সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগ, রেলপথ বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, পর্ত মন্ত্রণালয়) ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমহের সংরক্ষণ, চারু ও কারু শিল্পের লালন (সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়) বিদেশীদের গমনাগমন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সহজীকরণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক), হস্ত শিল্পের উন্নয়ন (শিল্প মন্ত্রণালয়), বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়) বিমান বন্দরের যাত্রীদের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নতকরণ (বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ), বৈদেশিক প্রচার ও বিপণন (বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিমান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো), নদী পথে ভ্রমণ (নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়) ইত্যাদি ব্যবস্থার কার্যকরী সমন্বয়

একান্ত অপরিহার্য। ইহা ছাড়া হোটেল ও মোটেল নির্মাণ, চিত্ত বিনোদনমলক কর্মকান্ড সৃষ্টি, দলবদ্ধভাবে পর্যটকদের চলাফেরার (প্যাকেজ ট্যুর) জন্য বিশেষ ধরনের যানবাহনের ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন।

পর্যটন আকর্ষণসমহ বাজারজাত করিয়া পর্যটকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে আগ্রহী করিতে হইলে তাহাদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে নিম্নেলিখিত সুযোগ-সুবিধাদিও গড়িয়া তুলিতে হইবেঃ-

ক) আবাসিক ব্যবস্থা ;

খ) দেশের অভ্যন্তরে সড়ক, নৌ ও আকাশ পথে নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা;

গ) পানাহারের ব্যবস্থা ;

ঘ) চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা ;

ঙ) "সাইট-সিয়িং" ট্যুরের ব্যবস্থা ;

চ) 'সুভেনির/হস্ত শিল্প বিক্রয়ের ব্যবস্থা ;

ছ) পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং দেশের অভ্যন্তরে গমনাগমনের বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি ন্যনতম পর্যায়ে রাখা।

৩. বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পঃ

প্রাকৃতিক ও মানব নির্মিত বিভিন্ন প্রকার বস্তু পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল সমুদ্র সৈকত, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন, বন সম্পদ ও বন্য প্রাণী, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী, উপজাতীয় জীবনধারা ও স্থানীয় কৃষ্টি। বাংলাদেশ এই সব শ্রেণীর আকর্ষণই পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান।

কিন্তু সম্ভাবনাপর্ণ এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃত এই আকর্ষণগুলির উন্নয়ন সাধনপর্বক পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় আয় বাড়াইবার এবং কর্মসংস্থানের একটি যথাযথ ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট এবং সমন্বিত পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রহণ করা হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পরে বিদেশী সহায়তায় বাংলাদেশে কয়েকটি পর্যটন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসচীর সহায়তায় সর্বশেষ পাঁচসালা ও প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু বিগত তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব ও অর্থ বরাদ্দের অভাবে এবং এই শিল্পের উন্নতির লক্ষ্যে সমন্বিত কোন পর্যটন নীতি অনুসৃত না হওয়ার কারণে যেমন পর্বের পরিকল্পনাগুলির ইস্পিত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই তেমনি সর্বশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও কোন অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জিত হয় নাই। চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায়ও এই শিল্পের জন্য অর্থের বরাদ্দ অপ্রতুল। এই সকল কারণে দেশের পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন ব্যাহত হইয়াছে এবং এই খাতে কাংখিত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয় নাই ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় নাই। তাহা ছাড়া, পর্যটন শিল্পের যথাযথ বিকাশ না হওয়ায় বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি

উজ্জ্বলতর করিবার ও সমুন্নত রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয় নাই এবং দেশের জনগণ কাংখিত চিত্তবিনোদনমলক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

কোন কোন মহলের মতে পর্যটন খাত বাংলাদেশে কোন অগ্রাধিকারের উপযুক্ত নহে, কারণ এইখাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখনো উল্লেখযোগ্য নহে এবং দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইহার বিকাশের সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নহে। পর্যটন শিল্প প্রতিবেশী দেশ নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ এবং ভারতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প এবং এই সব দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এবং কর্ম সংস্থানের একটি প্রধান উৎস। তাহা ছাড়া, মোটামুটিভাবে একই ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজমান এমন কয়েকটি দেশেও পর্যটন শিল্পের প্রভত বিকাশ ও উন্নতি হইয়াছে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ইহাদের অন্যতম। যথাযথ দেশী ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করিতে পারিলে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করিতে পারিলে এই খাতের মাধ্যমে বাংলাদেশেও আরো বেশী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং বেশী লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে। ইহার ফলে পর্যটন খাতে দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের আর্থ সামাজিক কল্যাণে বলিষ্ঠ অবদান রাখিতে পারে। ইহার ফলে পর্যটন খাত দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের আর্থ সামাজিক কল্যাণে বলিষ্ঠ অবদান রাখিতে পারে। ২০০০ সাল নাগাদ পর্যটন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইবে কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই খাতে আরও বিনিয়োগ করিয়া অধিকতর মুনাফা অর্জনের জন্য ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহন করিতেছে। এই প্রতিযোগিতায় অংগ্রহণ করিয়া বিশ্ব পর্যটন আয়ের অংশীদার হইতে হইলে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিশীল এই শিল্পের জন্য সুসমন্বিত, সুনির্দিষ্ট, বলিষ্ঠ এবং বাস্তবধর্মী একটি পর্যটন নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪. পর্যটন নীতির উদ্দেশ্যঃ

বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করিয়া দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ানো ;

জনসাধারণের মধ্যে পর্যটনের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধিকরণ ও তাহাদের জন্য অল্প খরচে পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;

দেশের পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন ;

বেশী সংখ্যক নাগরিকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ;

বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমুর্তি গড়িয়া তোলা ;

বেসরকারী পুঁজির জন্য একটি স্বীকৃত বিনিয়োগের ক্ষেত্র উম্মোচন করা ;

বিদেশী পর্যটক ও দেশীয় জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা ;

হস্ত ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও দেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের লালন ও বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও ঐক্যমত সুদৃঢ় করা ।

৫. পর্যটন নীতির প্রধান প্রধান দিকঃ

৫.১ উল্লেখিত পটভুমির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পর্যটন সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করিবার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত নীতিমালার প্রধান প্রধান বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইলঃ

৫.২ পর্যটনকে একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হইবে এবং ইহা যথাযথভাবে বার্ষিক/পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হইবে ও বিভিন্ন সহযোগী বন্ধুদেশ ও দাতা সংস্থাকে অবহিত করা হইবে।

৫.৩ পর্যটন কেন্দ্রসমহে বিভিন্ন সুবিধাদি সংযোজন ও অবকাঠামো সৃষ্টির জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিঃ

দেশের পর্যটন আকর্ষণসমহে রাস্তাঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, টেলিফোন লাইন স্থাপন, পয়ঃপ্রণালী ও গ্যাস লাইন সংযোজন ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদানপর্বক ভৌত অবকাঠামো সমন্বিত উন্নয়নকল্পে বার্ষিক/ পাঁচসালা পরিকল্পনায় বিশেষ বরাদ্দের সংস্থান করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া উত্তর বংগের পাহাড়পুর, সোনা মসজিদ, কান্তজির মন্দির ইত্যাদি ধর্মীয় ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের সহিত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হইবে।

৫.৪ বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করার বিষয়াদিঃ

বাংলাদেশের নিজস্ব প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় আকর্ষণগুলি বিদেশী পর্যটকদের নিকট সুন্দরভাবে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করা হইবে। তাহাদের নিকট আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টি উপস্থাপনাই অগ্রাধিকার পাইবে। তবে, ইহার সংগে কোন কোন সীমিত ক্ষেত্রে আধুনিক চিত্তবিনোদনের কিছু উপকরণও রাখা যাইতে পারে। শুধু বিদেশীদের জন্য বিশেষ অঞ্চল/ স্থান/ নিদর্শন বা দ্বীপ চিহ্নিত করিয়া সেইগুলি উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৫.৫ বেসরকারী খাতে দেশীয় ও বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগঃ

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সুবিধাদি সৃষ্টিকল্পে দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করিবার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুবিধাদি বিনিয়োগকারীদের দেওয়া হয় সেইগুলি পর্যটন শিল্পের জন্যও প্রদান করা হইবে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পর্যটন শিল্প প্রকল্পগুলিকে রপ্তানীমুখী শিল্পের সুবিধা দেওয়া হইবে। বেসরকারী খাতকে পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগে উদ্যোগী করিবার জন্য ঋণ প্রদান, ট্যাক্স হলিডে, রেয়াতী হারে শুল্ক ও কর প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষে কম দামে জমি বরাদ্দ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। বেসরকারী খাতের সহিত যৌথ উদ্যোগে পর্যটন সুবিধা সৃষ্টি এবং পর্যায়ক্রমে এইগুলি বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করা যাইতে পারে।

৫.৬ স্থানীয় পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানঃ

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে সব সেবামলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় সেইগুলি বাণিজ্যিক দিক হইতে মোটামুটিভাবে খরচ পোষায় এমন অবস্থায় উন্নতি করিয়া স্থানীয় পর্যটকদের নিজ দেশ ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগ যোগাযোগের ক্ষেত্রের প্রসার লাভ ছাড়াও মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্ত মানুষের অবসর বিনোদনের একটি পথ উম্মোচিত হইবে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে বিশেষ করিয়া সমুদ্র সৈকত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শোভিত অঞ্চল, ধর্মীয় ও প্রত্নতাত্বিক স্থানসমহে বাসস্থান ও অন্যান্য সুবিধাদির সংযোজনপর্বক যুব পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন এবং কৃষ্টিগত পর্যটন আকর্ষণ গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। এই বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবেঃ

৫.৬.১ প্রধান প্রধান ধর্মীয় এবং পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থানগুলিতে স্বল্প ভাড়ার আবাসিক ব্যবস্থাদি গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে এই শিল্পের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেয়াতী হারে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৫.৬.২ নিবন্ধনকৃত ট্রাভেল এজেন্ট ও অপারেটরদের মধ্যে যাহারা স্থানীয় পর্যটকদের প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করিবে তাহাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স সুবিধাদির সংযোজন প্রদান করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া, এই জাতীয় ট্রাভেল এজেন্ট ও ট্যুর অপারেটরদের প্রতি বৎসর পুরস্কার প্রদানের বাবস্থাও প্রবর্তন করা হইবে।

৫.৬.৩ ধর্মীয় ও কৃষ্টিসমৃদ্ধ স্থানসমহে সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ সংস্থা কর্তৃক অগ্রাধিকার প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে।

৫.৬.৪ স্থানীয় পর্যায়ে যুব পর্যটন উৎসাহিত করিবার জন্য স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত সরকারী ডাকবাংলা, রেষ্টহাউস ইত্যাদি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইবে। স্থানীয় প্রশাসন এই বিষয়ে সমন্বয় সাধনের কাজ করিবে।

৫.৬.৫ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কয়েকটি সরকারী এবং আধা-সরকারী সংস্থার রেষ্ট হাউস/ ডাকবাংলা পর্যায়ক্রমে 'ইকোনমি হোটেলে' রূপান্তর করা হইবে এবং বেসরকারী পরিচালনা দ্বারা ইহাদের সেবার মান উন্নয়ন করা যাইতে পারে

৬. প্রত্নতাত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনসমহের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্বিক ও ধর্মীয় স্থানগুলি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যটকদের এবং বৈদেশিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বৌদ্ধকৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বলিত প্রত্নতাত্বিক স্থানগুলির যথাযথ সংরক্ষণ এবং এইসব স্থানে মানসম্পন্ন সুযোগ-সুবিধাদির সংযোজন করিয়া বিশেষ করিয়া দরপ্রাচ্য অঞ্চলের পর্যটকদের আকর্ষণ করার ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণঃ

বিদেশী ও দেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করিবার লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, অভয়ারণ্য সৃষ্টি এবং “সাফারী ট্যুরের” ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুন্দরবনের পর্যটন আকর্ষণ উন্নয়নের জন্য একটি মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া পর্যটকদের আকর্ষণ করিতে হইবে। সুন্দরবনে ট্রি-টপলজ সহ অন্যান্য সুবিধাদিরও উন্নয়ন করা হইবে।

৮. কক্সবাজারের সাগর সৈকতঃ

কক্সবাজার এলাকার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে তাহা বাস্বায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। প্রয়োজনে চাহিদার আলোকে এই পরিকল্পনায় পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করা যাইতে পারে।

৯. কুয়াকাটা ও দক্ষিণ বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতঃ

পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা ও দক্ষিণ বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতগুলি উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সমীক্ষা করিয়া প্রকল্প গ্রহণ করা হইবে ও বিভিন্ন সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. বিদেশী পর্যটকদের জন্য বিশেষ অঞ্চল/স্থান/নিদর্শন ও দ্বীপ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নঃ

শুধু বিদেশী পর্যটকদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ অঞ্চল ও দ্বীপ চিহ্নিত করা যাইতে পারে। বেসরকারী খাত ইহাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে, তবে সরকারী খাত অবকাঠামো তৈয়ারী ও অন্যান্য সহায়ক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিতে পারে।

১১. নদীপথে পর্যটকদের ভ্রমণের ব্যবস্থা (রীভারাইন ট্যুরিজম)ঃ

নদী মাতৃক বাংলাদেশের বিশাল জলপথ দেশীয় জীবন ধারার প্রতিচ্ছবি হিসাবে বিদেশীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। কিন্তু নদী পথে ভ্রমণের জন্য নিরাপদ এবং যথাযথ মানসম্পন্ন কোন নিয়মিত জলযানের ব্যবস্থা নাই। এই আকর্ষণ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বহু মাতৃক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত যৌথ "প্যাকেজ ট্যুর" প্রস্তুত করিয়া বিপণনের মাধ্যমে বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করিতে প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। কারণ এই উপমহাদেশে নদী মার্তৃক বাংলাদেশের বিশাল জলপথ ভিন্নধর্মী।

১২. খেলা-ধুলাঃ

আন্তর্জাতিক খেলাধুলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় আয় বাড়াইবার লক্ষ্যে প্রতি বছর আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলাদেশে আরও বেশী করিয়া খেলাধুলা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া সার্ক দেশসমহের মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য জনপ্রিয় খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্য সার্ক ফোরামের সহায়তা নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৩. বাংলাদেশে আগমন এবং বহির্গমনের জন্য বিদেশী পর্যটকদের জন্য প্রযোজ্য সীমান্ত আইন সহজীকরণঃ

বিদেশী পর্যটকদের বাংলাদেশে আগমন ও বহির্গমন সংক্রান্ত আইন যথা ভিসা নীতি এবং প্রতিবেশী দেশসমুহের ভিসা নীতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করিয়া এই আইনগুলি পর্যটন শিল্পের সহায়ক হিসাবে পুনর্বিন্যাস করিতে হইবে।

১৪. বিপণন ও প্রচারঃ

বিদেশের পর্যটন বাজারগুলিতে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিপণন ও প্রচার নাই বলিলেই চলে। কিন্তু প্রতিযোগিতামলক এই শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচার একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হইবেঃ

১৪.১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যটন সংক্রান্ত প্রচারের জন্য রাজস্ব বাজেটে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বরাদ্দ রাখা হইবে। কারণ এই জাতীয় দায়িত্ব সরকারের এবং এই বরাদ্দ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে মঞ্জুরী হিসাবে প্রদান করা হইবে।

১৪.২ বাংলাদেশে ভ্রমণ, যোগাযোগ ও থাকার সুবিধা সম্বলিত লিফলেট, পোষ্টার, ইৎড়পযঁৎব ইত্যাদি ঢাকাস্থ সকল বিদেশী দতাবাস, বিদেশী এয়ারলাইন্স, বিদেশে বাংলাদেশ দতাবাসের মাধ্যমে বিতরণ করিতে হইবে।

১৪.৩ বিদেশ হইতে 'প্যাকেজ ট্যুর' আনয়নের এবং আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল করিবার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, সোনারগাঁও হোটেল, শেরাটন হোটেল, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ এবং অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে অংশগ্রহণ করিবে এবং এই অংশ গ্রহণের নিমিত্তে বাৎসরিক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা হইবে।

১৪.৪ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দতাবাসগুলি বর্তমানে তাহাদের নিজ নিজ এলাকার পর্যটন সংক্রান্ত কাজের সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত নহে। দতাবাসগুলি পর্যটন সংক্রান্ত বিপণনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত যোগাযোগ ও বাজার যাচন সংক্রান্ত দায়িত্বাবলী পালন করিবে। পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রদান করিবে।

১৪.৫ আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারের যে সমস্ত স্থানে বাংলাদেশ বিমানের অফিস আছে সেই সমস্ত স্থানে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বিমানের সহিত যৌথভাবে পর্যটন দপ্তর স্থাপন করিবে। যে সমস্ত স্থানে বিমানের অফিস নাই সেই সমস্ত স্থানে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে পর্যটন অফিস স্থাপন করা যাইতে পারে।

১৫. পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের মল্যায়নঃ

এই শিল্পের কর্মকান্ডের ফলাফলগত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি 'ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম' বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

পর্যটন শিল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করিয়া মল্যায়ন করিবার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে একটি "পরিবীক্ষণ ও মল্যায়ন সেল" গঠন করিতে হইবে।

১৬. বেসামরিক বিমান চলাচল নীতিঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে কোন বেসামরিক বিমান চলাচল নীতি অনুসৃত হইতেছে না। একটি অনুমোদিত বেসামরিক বিমান চলাচল নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করতঃ আরো বেশী সংখ্যক বিদেশী এয়ারলাইন্স যাহাতে বাংলাদেশে গমনাগমন করে তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশে বিদেশী বিমান ও পর্যটকদের সংখ্যা বাড়িবে এবং আরও বৈদেশিক মুদ্রা আয় হইবে।

১৭. আইনগত কাঠামো /পর্যটন সংক্রান্ত আইন-কানুনের যথাযথ প্রয়োগঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে ট্রাভেল এজেন্সি রেজিষ্ট্রেশন আইন, 'হোটেল ও রেস্তোরা নিবন্ধীকরণ ও শ্রেণীবিন্যাসকরণ আইন' প্রচলিত আছে। যথাযথভাবে আইন প্রয়োগপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সহায়কের ভূমিকা পালন করিবার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে সুষমকরণ করিতে হইবে।

১৮. পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নঃ

দেশে পর্যটন আকর্ষণ সমৃদ্ধ স্থানগুলিকে পূর্বে বর্ণিত মহা-পরিকল্পনার সুপারিশ অনুসারে নিম্নোক্ত ৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া উন্নয়নের জন্য পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবেঃ-

১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাসহ উপ-এলাকাসমূহ (কুমিল্লার ময়নামতিসহ) ;
২) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ;
৩) কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপ ও আশে-পাশের উপকূলীয় দ্বীপসমূহ;
৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ;
৫) খুলনা, মংলা ও সুন্দরবন, কুয়াকাটা, হিরণ পয়েন্ট ;
৬) সিলেটের চা বাগানসহ পাহাড়ী অঞ্চল ও মাধবপুর লেক ;
৭) উত্তরবংগ অঞ্চল (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির ও রামসাগর দীঘি ইত্যাদি)।

১৯. জাতীয় পর্যটন কাউন্সিল গঠনঃ

যেহেতু পর্যটন শিল্প বহুমাত্রিক এবং এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পৃক্ত সেই হেতু উচ্চতম পর্যায়ে সরকারী দীর্ঘ সুত্রিতার অবসান ঘটাইয়া অর্থবহ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই শিল্পের উন্নয়ন করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে একটি জাতীয় পর্যটন কাউন্সিল গঠন করা হইল। এই কাউন্সিলের গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবেঃ

ক) গঠনঃ

১)	প্রধান মন্ত্রী	- সভাপতি
২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৪)	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৫)	মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৬)	মন্ত্রী, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৭)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৮)	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৯)	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য

১০) মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
১১) মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য
১২) মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় - সদস্য
১৩) মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় -সদস্য
১৪) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় -সদস্য-সচিব

(খ) কার্য পরিধিঃ

(১) পর্যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিকল্পনাসমূহের সার্বিক নীতিগত অনুমোদন ;
(২) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচার ও বিপণনের জন্য সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নীতকরণ ;
(৩) গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানসমূহে যাতায়াতের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহন ;
(৪) পর্যটন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান ;
(৫) বেসরকারী খাতের জন্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ;
(৬) পর্যটন উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশসমূহের পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুমোদন এবং
(৭) বিবিধ

(গ) অনধিক প্রতি ছয় মাস অন্তর জাতীয় পর্যটন কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(খ) এই সভার সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এইসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবে।

২১.১ পর্যটন নীতি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবেঃ-

১) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় - আহবায়ক
২) সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় - সদস্য
৩) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - সদস্য
৪) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
৫) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড - সদস্য
৬) সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় - সদস্য
৭) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় - সদস্য

৮) সচিব (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়- সদস্য
৯) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় -সদস্য
১০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন -সদস্য
১১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন -সদস্য
১২) যুগ্ম-সচিব, বেসামরিক বিমান
পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় - সদস্য -সচিব

২১.২ বিভাগীয় পর্যায়ে স্থানীয় পর্যটন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করিয়া জনগণের জন্য চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পর্যায়ক্রমে এই দায়িত্ব অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলিতে সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

২০. পর্যটন উপদেষ্টা কমিটিঃ

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিমালিকানা খাতের উদ্যোগ অপরিহার্য। এই খাতের সমস্যাবলী সময় সময় পর্যালোচনার মাধ্যমে নিরসনের জন্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি পর্যটন উপদেষ্টা কমিটি ১৯৭৭ সনে গঠন করা হয়। এই কমিটির কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী গণমুখীকরণ ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্নকরণের কাজ অব্যাহত থাকিবে।

২১. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের কার্য পরিধি পুনর্বিন্যাসঃ

সরকার কর্তৃক অনুসৃত বাজার অর্থনীতির সহিত সংগতিপর্ণ করিয়া বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের উন্নয়নমলক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস করিয়া সংস্থাকে বেসরকারী খাতের সহায়ক ও পরিপরক সংস্থা হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

২২. পেশাগত জনবল গঠনঃ

সেবামলক পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য পেশাগত জনবল দরকার। এই জনবল সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান, লোক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মাবলীর প্রয়োগ এবং অন্যান্য উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল ও ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এর সম্প্রসারণ এবং ইহার কার্যাবলী পেশাগত দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে হইবে।

২৩. পর্যটন নীতির কৌশলঃ

২৩.১ পর্যটন শিল্পকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে এই শিল্পের আর্থ-সামাজিক অবদানের কথা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং রেডিও, টেলিভিশন ও খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচার করিয়া এই শিল্প সম্পর্কে পর্যটন সচেতনতা সৃষ্টি করা হইবে।

২৩.২ দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে সরকারী খাতে পর্যটন সংক্রান্ত যে সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে সেইগুলি হইতে পর্যায়ক্রমে পুঁজি প্রত্যাহার করিয়া বেসরকারী খাতের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২৩.৩ পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যটন শিল্পের প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবার জন্য সরকারী বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

২৩.৪ বেসরকারী খাতকে পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহী করিবার জন্য ইতিমধ্যেই হোটেল ও পর্যটন সংক্রান্ত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে শিল্প খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই শিল্পের লালনের লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেয়াতী হারে পুঁজি ও অন্যান্য সুবিধাদি যেমন পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোজন করা যাইতে পারে।

২৩.৫ বেসরকারী খাতকে পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য সরকারী জমি দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইতে পারে।

২৩.৬ প্রচলিত নিয়ম-কানুনের আওতায় পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য ১৫ হইতে ২০ জন যাত্রীর উপযোগী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচ এবং জলযান আমদানীর লক্ষ্যে প্রয়োজন হইলে প্রচলিত নিয়মের আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সুবিধাজনক কিস্তিতে আমদানি কর প্রদানের মাধ্যমে আমদানি অনুমোদন করা যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী/ জলযান আমদানি করা হইবে তাহা হস্তান্তর করা যাইবে না এবং কেবলমাত্র পর্যটকদের জন্যই ব্যবহার করা হইবে।

২৩.৭ কেবলমাত্র বিদেশী পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য বিশেষ পর্যটন এলাকা স্থাপন করা হইবে। বিশেষ এলাকায় বিদেশী পর্যটকদের আবাসন, খাদ্য পরিবেশন ও চিত্তবিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও নাচ গানের বাবস্থা ইত্যাদি গ্রহণকল্পে প্রয়োজনীয় আমদানীর অনুমোদন দেওয়া হইবে। বিশেষ এলাকা পর্যটকদের বৈদেশিক মুদ্রায় সর্ব প্রকার আর্থিক লেনদেন করিতে হইবে। পটুয়াখালীর কুয়াকাটা এলাকা, কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপ পর্যটকদের জন্য বিশেষ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা যাইতে পারে।

২৩.৮ বাৎসরিক /পাঁচসালা পরিকল্পনায় পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং যে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রে সুবিধাদি গড়িয়া তুলিতে বেসরকারী খাত উৎসাহী নহে সেই সব কেন্দ্রে মূল প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলির উন্নয়নসাধনপূর্বক পর্যায়ক্রমে পুঁজি প্রত্যাহার করা যাইতে পারে।